দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা সপ্তাহের প্রত্যাশা

দেশে শিক্ষা সপ্তাহ শুরু হইয়াছে। সর্বমহলে শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ধরনের সপ্তাহ পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শিক্ষায় অনগ্রসর একটি পশ্চাৎপদ দরিদ্র দেশে শিক্ষার আলোচনা এবং শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। যদিও সরকারী হিসাবে শিক্ষার হার বৃদ্ধির কথা বলা হয় এবং উহা শতকরা ২৪ জনে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আত্মপ্রসাদও লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, শিক্ষার হার বড়ো একটা বাড়ে নাই। এখন পর্যন্ত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মতোই অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা আমাদের সমাজের সবচাইতে বড়ো অভিশাপ। উন্নতি, অগ্রগতি ও আত্মবিকাশের স্বার্থেই। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারে আমাদের আরও তৎপর ও সক্রিয় হইতে হইবে। বর্তমান যুগে শিক্ষা ও দক্ষতার কোনো বিকল্প নাই। শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন ব্যতীত উন্নতি ও সমৃদ্ধি অসম্ভব। যেসব দেশ ও জাতি শিক্ষায় অগ্রসর তাহারাই শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধ। অর্থাৎ অশিক্ষা ও নিরক্ষরতাই যে দারিদ্র্যের একটি বড়ো কারণ। তাই শিক্ষাবঞ্চিত ও দক্ষতার অভাবেই আমরা দরিদ্র নাকি দরিদ্র বলিয়াই আমরা শিক্ষাহীন, তাহাও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

বস্তুত দারিদ্র্য মোচন ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যেই শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও একথা না বলিয়া উপায় নাই যে, আমাদের মতো শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দরিদ্র দেশেও এখন শিক্ষাখাতে ব্যয় যেমন নগণ্য, তেমনি শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণের ব্যয়বৃদ্ধির দরুন বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে ড্রপ-আউট বা বিদ্যালয়-ত্যাগী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিপুল। এ সম্পর্কিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্তরেই শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শিশু-কিশোর শিক্ষাজীবন হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। ব্যাপক দারিদ্র্য, শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষার ব্যয় বহনে অপারগতা, পরিবারে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, একই ক্লাসে বার বার থাকিয়া যাওয়া, পাঠ্যবই ও পাঠ্যসূচীর বোঝা, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষা-পরবর্তী জীবনে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা প্রভৃতি কারণে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক।

একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে আগাইয়া লইতে হইলে দেশে শিক্ষিত জনসম্পদ অবশ্যই সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশের নূতন গণতান্ত্রিক পরিবেশে যে ক্ষেত্রটিতে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিতে হইবে তাহা হইতেছে শিক্ষা। সেই লক্ষ্যেই কাজ করিতে হইবে। এখন পর্যন্ত গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নানা দুর্দশার শিকার, অনেক স্কুলে স্কুলভবন পর্যন্ত নাই, এসব দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যে দেশে শিক্ষা বিস্তারই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য, সে দেশেও একশ্রেণীর অতি পণ্ডিতদের প্রায়শই শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানাভাবে জটিল করিয়া তুলিতে দেখা যায়। নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতে থাকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর এবং অনাবশ্যক তাহাদের ঘাড়ে চাপানো হয় বিপুল পরিমাণ পাঠ্যবইয়ের বোঝা এবং পরীক্ষাকে করিয়া তোলা হয় ভীতিপ্রদ ও বিভীষিকাময়। ইহার মধ্যদিয়া প্রতিবছর পরীক্ষায় বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীর দুঃখজনক অকৃতকার্যতার বেদনাদায়ক চিত্রই প্রত্যক্ষ করিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে, এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্য দিয়া কেবল শিক্ষার্থীরাই ফেল করিতেছে তাহা নয়, ফেল করিতেছে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ও গোটা সমাজ। শিক্ষা সপ্তাহ যদি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি হইতে শিক্ষাজীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে পারে এবং সেখানে প্রাণের সচল আলো ও শিক্ষার দীপশিখা প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা সপ্তাহ পালন সার্থক ও অর্থবহ হইবে।